শ্রমিক বাঁচাও শিল্প বাঁচাও শ্রমিক স্বার্থে শিল্প বাঁচাও

আর ঠিক চারদিন পরে শারদোৎসবের বাজনা যখন বাজবে, আলোর মালায় সেজে হেসে উঠবে মহানগরী, উৎসব করতে নামবেন নাগরিকদের একাংশ, পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার বন্ধ রুগ্ন কলকারখানার শ্রমিকদের তখন ভাবতে হবে, তাদের দিন চলবে কেমন করে। কত বার ঋতু বদল হল, কত পুজো এল পার হয়ে গেল কত বসন্ত—বন্ধ কারকানার শ্রমিকরা কিন্তু এখনও বসে আছেন দাঁতে দাঁত চেপে, খালি পেটে। বছরের পর বছর বেকার বসে থেকে থেকে অসাড় হয়ে গেছে তাদের হাত। তাদের পেশীগুলোকে অকেজো করে দেওয়া হচ্ছে সুচতুর পরিকল্পনায়। একের পর এক কারখানাকে রুগ্ন বা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ম্যানেজমেন্টের অকর্মন্যতা ও মালিকের অপদার্থতার সমস্ত দায়ভাগ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দেশের প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার শ্রমিকের উপর। কারখানা ও কাঁচামাল নিয়ে ফাটকাবাজী চলছে জনদরদী সরকারের চোখের উপর। শ্রমিক অভাবের তাড়নায় আত্মহননের সহজ পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তার নিজের রক্ত বেচার টাকায় তার পরিবারকে কোনোরকমে দুমুঠো অন্ন তুলে দেবার চেষ্টা করছে। রোজ সকালে উল্টো-ডাঙা, দমদম বা দাশনগরে তার নিজের শ্রমের বেসাতি করছে ফাটকাবাজ দালালদের কাছে। কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার জন্য চীৎকার করা হচ্ছে রাজনীতির বাজারে। অপরদিকে দমদমের এ্যামকো, আগড়পাড়ার ওরিয়েন্টাল মেটাল, বাসন্তী, বঙ্গোদয়, হাইউ রোডের মেটাল বক্স, যাদবপুরের সুলেখা, জয়া, বেঙ্গললাম্প, বেলেঘাটার বেঙ্গলপটারী, কোলে বিস্কুট প্রভৃতি কারখানায় শ্রমিকরা তাদের কাজের অধিকারই হারিয়ে বসে আছে। হাওড়ার দাশনগরের ইণ্ডিয়া মেশিনারীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পর তাকে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা চলছে। ন্যাশনাল ট্যানারী আর বেনী ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা জানেন না তাদের ভবিষ্যৎ। কারখানায় আভ্যন্তরীন গণতন্ত্রটুকু পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বিদ্যুৎসঙ্কটে বিপর্যস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প। তার ধাক্কায় শ্রমিকরা বে-রোজগার হয়ে যাচ্ছে। দালাল। মুনাফা খোররা শ্রমিকদের সাধারণ কথা বলার স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত কণ্ঠরোধ করছে, নির্মম রুগ্ন শিল্প আইনের (সিকা) যাঁতাকলে শ্রমিকের টুটি চেপে ধরা হচ্ছে। মানুষের ন্যূনতম খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থানের প্রয়োজনও সরকার মেটাতে অক্ষম। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ও ই এস আই এর লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ হয়েছে।

সরকার কি পারেন না এই সংকটে তার পাশে এসে দাঁড়াতে। তার হকের টাকা নিয়ে ফাটকাবাজী বন্ধ করতে? পারে না কি বেকার শ্রমিকের জন্য কোনো ভাতার ব্যবস্থা করতে? মৃত শ্রমিকের বিধবা স্ত্রীর জন্য কোনো আর্থিক সাহায্য দিতে? তাঁর এই বাঁচার লড়াইয়ে তাকে সাহায্য করতে?

স্বদেশ আমার লুট হয়ে যায় প্রতিদিন প্রতি রাতে

কিন্তু সরকারের ভূমিকা আমরা কি দেখছি? কেন্দ্রীয় সরকার যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষনা করেছেন, বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে বড় পুঁজির কাছে দেশকে একেবারে বিকিয়ে দেবার বন্দোবস্তই করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে লোকসানের অজুহাতে ব্যক্তি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার ও কিছুকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে কর্মহীন করার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে বাজেটে করের বোঝা বাড়ানো হয়েছে। এবং তার ধাক্কায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম যেভাবে বেড়েছে তাতে সাধারণ মানুষের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাবার অবস্থা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বন্ধু এম.পি.রা

আমরা বলতে বাধ্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ও সংসদ সদস্যরা এই জনবিরোধী নীতিটাকেই সমর্থন করে এসেছেন, যদিও রাজ্যের মানুষকে তারা বোঝাবার চেষ্টা করছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শিল্পনীতির বিরুদ্ধে। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাদের স্বার্থ দেখেন তা আজ আর অস্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে থাকা কল কারখানাগুলো আজ যেন আর কোনো সমস্যাই নয় রাজ্য সরকারের কাছে। শিল্প শ্রমিকদের সমবায় গড়তে সহযোগীতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজ্য সরকার। সমবায় গড়তে উদ্যোগী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াননি। শিল্প শ্রমিকদের এতটাই ফেলনা ভাবা সম্ভব হয়েছে এই সরকারের পক্ষে। মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে তারা লুটিয়ে দিচ্ছে গুলির মুখে; তাদের রাজনৈতিক শক্তি আজ আর নির্ভর করে না শ্রমিক ঐক্যের ওপর। শ্রমিক সংগ্রামের রণধ্বনির বদলে এখন শোনা যাচ্ছে অঞ্চলে অঞ্চলে গুণ্ডা মস্তান বাহিনীর দাপাদাপি।

এ কয়মাসে পশ্চিমবঙ্গের বন্ধ ও রুগ্ন কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়েছে। বন্ধু সাংসদদের কারখানার বন্ধ দরজা খোলার চেষ্টা কোন ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ হয়নি।

শ্রমিক বাঁচাও

আজকে শ্রমিকের এই সংকট তার বাঁচার সংকট। শ্রমিক শ্রেণীকে বিভাজিত করার কুটিল চক্রান্তের জাল চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজ একটি শ্রমিকের মৃত্যু দেশের একটি শ্রমশক্তির ধ্বংস, দেশের একটি নাগরিকের মৃত্যু। এই নির্যাতনের সামনে পড়ে শ্রমিককে লড়তে হচ্ছে শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। শ্রমিকদের এই বাঁচার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, একজন নাগরিকের বাঁচার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ। তাই নাগরিকদেরও আজ শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়ানোর এবং দাবী জানানোর সময় হয়েছে।

তাই আমাদের দাবী ঃ

- শ্রমিক বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক স্বার্থে শিল্প বাঁচাও।
- বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।
- বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বিনামূল্যে রেশন দিতে হবে।
- বর্তমান 'সিকা' আইন বাতিল করতে হবে।
- বি, আই, এফ, আর-এর কারখানা তুলে দেওয়ার ক্ষমতা বাতিল কর।
- মৃত শ্রমিক পরিবারের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সুনিশ্চিত করতে হবে।
- শ্রমিক, কর্মচারীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হবে।
- রাজ্য সরকারকে শিল্প বিরোধ আইন এর দ্বারা বে-আইনী, লক আউট, ক্লোজারের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে।
- কারখানা বন্ধ ও রুগ্ন করার জন্য দায়ি মালিকদের শাস্তি দিতে হবে।
- কাজের অধিকারের শুধুমাত্র সংবিধানিক স্বীকৃতি নয় বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে।

উপরোক্ত দাবীগুলির ভিত্তিতে ২১শে সেপ্টেম্বর '৯০

ঃ শ্রমিক বাঁচাও—শিল্প বাঁচাও ঃ

সমাবেশ

স্থান—এসপ্লানেড, লেনিন মূর্তির পাশে : সময়—বিকাল ৫টা।

যার হাত আছে তার কাজ নেই যার কাজ আছে তার ভাত নেই
এই অবস্থার অবসান চাই

নাগরিক মঞ্চ (বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প শ্রমিক সহায়ক)-র পক্ষে বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক ১৩৪ নং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড কলিকাতা-৮৫ রুম নং-৭, ব্লক-বি হইতে প্রকাশিত ও অমর মুদ্রণ হইতে মুদ্রিত।